তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অর্ধশত শিক্ষকের বিএড সনদ প্রশ্নবিদ্ধ

■ নিজামুল হক

বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড সনদে 'সহকারী প্রধান শিক্ষক' হয়ে ফেঁসে যাচ্ছেন রাজধানীর অন্যতম শীর্ষ স্কুলের এক শিক্ষক। শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিএড সনদকে অবৈধ বলা হয়েছে। একই কারণে উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী হয়নি এমন মত দিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সরকারের নির্দেশে বর্তমানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য, প্রতিবেদন বাস্তবায়ন হলে চাকরিচ্যুতির পাশাপাশি তিনি যে অতিরিক্ত অর্থ নিয়েছেন তাও ফেরত দিতে হবে। তবে এই শিক্ষক পুন: তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিয়ে ফেঁসে যাচ্ছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক

অভিযোগ রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানে আরো অন্তত ২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন, যারা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড সনদ নিয়েছেন। এমন সনদধারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানীর মতিঝিলে আইডিয়াল স্কুলের এই শিক্ষকের নাম আঃ ছালাম খান। আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান ১৯৯৪ সালের ৪ জানুয়ারি। সহকারী প্রধান শিক্ষক হবার ইচ্ছায় তিনি ২০১০ সালে দারুল ইহসানের আশুলিয়া ক্যাম্পাস থেকে বিএড সনদ গ্রহণ করেন। ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট একই স্কুলে 'বিএড' সনদের কারণে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগও পান। যোগদান করেন বনশ্রী শাখায়। তবে তার এই নিয়োগের বিষয় অভিযোগ তোলে স্কুলের অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু। সে অভিযোগের আলোকেই তদন্তের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপ-পরিচালক (সেসিপ) কাজী নূরে আলম সিদ্দিকী ছিলেন তদন্ত কর্মকর্তা।

তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সনদ যাচাইয়ের জন্য যোগাযোগ করেন ধানমন্ডিস্থ দারুল ইহসানের স্থায়ী ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে জানানো হয়, সনদটি তারা ইস্যু করেনি। এ থেকে তদন্ত কমিটি নিশ্চিত হয় সনদটি জাল। এছাড়া সাভারের আশুলিয়ায় গিয়েও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্ব পায়নি কমিটির সদস্য।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০০৮ সালের সরকারি পরিপত্রে বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত বিএডবিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। এই বিবেচনায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড সনদ গ্রহণ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন কোনো কাজে গ্রহণযোগ্য নয়। সার্বিক বিবেচনায় নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

মাউশির সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে করা হয়েছে এবং কপি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হয়েছে। তবে এই আঃ ছালাম খান বলেন, তার সনদ ঠিকই আছে। যখন তিনি সাভারের আশুলিয়ার যে ক্যাম্পাস থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেছেন সেটি আদালতের নির্দেশেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১০ সালের আশুলিয়া ক্যাম্পাসে বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই। তিনি জানান, আমি পুনরায় তদন্তের জন্য আবেদন করেছি।

এই শিক্ষক আরো জানান, আইডিয়াল স্কুলের আরো অন্তত ৫০ জন শিক্ষকের বিএড সনদ রয়েছে। যারা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়েল অবৈধ ক্যাম্পাস থেকে টাকার বিনিময়ে সনদ নিয়েছে। প্রকৃত তদন্তের মাধ্যমে এগুলো খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি এই শিক্ষকের।